"শেখ হাসিনার উদ্যোগ
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ"

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD

অফিসঃ
শ্রম ও কল্যাণ পরিদপ্তর
ওয়াপদা ভবন(১০ম/১১শ তলা)
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

স্মারক নং-২৭.১১.০০০০.২১১.০১.০০১.২৩-১২ তারিখঃ ১৩/০২/২০২৩ খ্রিঃ

বিষয়ঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কেন্দ্রীয় কর্মচারী চিকিৎসা ও কল্যাণ তহবিল নীতিমালা, ২০২৩ জারি।

গত ২৫/০১/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ১৯৭৯-তম সাধারণ বোর্ড সভার সিদ্ধান্তক্রমে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কেন্দ্রীয় কর্মচারী চিকিৎসা ও কল্যাণ তহবিল নীতিমালা-২০২৩ অনুমোদিত হয়। উক্ত নতুন নীতিমালা **(সংযোজনী-ক)** বোর্ডের সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর প্রধান'কে প্রতিপালনের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কেন্দ্রীয় কর্মচারী চিকিৎসা ও কল্যাণ তহবিল নীতিমালা, ২০২৩ জারির ফলে এতদ্‌সংক্রান্ত পূর্বের সকল আদেশ রহিত/বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

বোর্ডের নির্দেশক্রমে,

**গত ২৫/০১/২০২৩ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত
১৯৭৯-তম সাধারণ বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত**

১৩.২.২৩
(গোলাম রাব্বানী)
পরিচিতি নং-২-০০৬২
পরিচালক
শ্রম ও কল্যাণ পরিদপ্তর,
বিউবো, ঢাকা ।

স্মারক নং-২৭.১১.০০০০.২১১.০১.০০১.২৩-১২ তারিখঃ ১৩/০২/২০২৩ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ-

১) প্রধান প্রকৌশলী/প্রকল্প সমন্বয়কারী(প্রঃ প্রকৌঃ),.....বিউবো,..... ।
২) মহাব্যবস্থাপক, বাণিজ্যিক পরিচালন/প্রশিক্ষণ, বিউবো, ঢাকা।
৩) নিয়ন্ত্রক, হিসাব ও অর্থ, বিউবো, ঢাকা।
৪) প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা, বিউবো, ঢাকা।
৫) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী,.....বিউবো,..... ।
৬) সচিব, বিউবো, ঢাকা।
৭) সিএসও টু চেয়ারম্যান, বিউবো, ঢাকা।
৮) পরিচালক/তত্ত্বাঃ প্রকৌশলী/ব্যবস্থাপক/প্রকল্প পরিচালক(তঃ প্রঃ),.....,বিউবো,..... ।
১০) উপ-সচিব, প্রশাসন/অর্থ/উৎপাদন/পিএন্ডডি/বিতরণ/কোম্পানী এ্যাফেয়ার্স/বোর্ড/আইন, বিউবো, ঢাকা।
১১) উপ-পরিচালক/নির্বাহী প্রকৌশলী/ প্রকল্প পরিচালক (নির্বাহী প্রকৌঃ)/আবাসিক প্রকৌশলী, ..., বিউবো, ... ।
১২) উপ-পরিচালক (হিসাব), কোয়াক/পিএন্ডসিও, বিউবো, ঢাকা।
১৩) উপ-পরিচালক (হিসাব), আঞ্চলিক হিসাব দপ্তর, বিউবো, ... ।
১৪) অফিস কপি/মাষ্টার কপি।

১৩/০২/২০২৩
(মোঃ মিজানুর রহমান)
পরিচিতি নং-০২-০২১২
উপ-পরিচালক-১
শ্রম ও কল্যাণ পরিদপ্তর,
বিউবো, ঢাকা।
ফোন ঃ ৫৭১৬৪৩৩৫

আলোচ্য সূচি নম্বর ২২:

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কেন্দ্রীয় কর্মচারী কল্যাণ তহবিল নীতিমালা-২০২৩ এর খসড়া অনুমোদন

২২.১। উপস্থাপক:

২২.২। সারসংক্ষেপ:

গত ২৯/৮/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৯৫৮তম বোর্ডসভায় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কেন্দ্রীয় কর্মচারী কল্যাণ তহবিল নীতিমালা-২০০৩ সংযোজন ও বিয়োজন এর মাধ্যমে বাস্তবমুখী এবং সময়পোযোগী করার লক্ষ্যে নতুন নীতিমালা প্রণয়ণের জন্য (১) জনাব গোলাম রাববানী, পরিচালক, শ্রম ও কল্যাণ'কে আহবায়ক করে ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট (২) জনাব ফয়েজ আহাম্মাদ, উপ-পরিচালক (বাজেট), অর্থ পরিদপ্তর, বিউবো, ঢাকা (৩) জনাব আবু ছাইদ, উপ-সচিব (পিএন্ডডি), বিউবো, ঢাকা (৪) জনাব ফাহমিদা খানম, সিনিঃ চিকিৎসা কর্মকর্তা, বিউবো, ঢাকা এর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে উক্ত কমিটির মাধ্যমে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করে যথাশীঘ্র বোর্ড সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লিখিত কমিটি বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কেন্দ্রীয় কর্মচারী কল্যাণ তহবিল নীতিমালা-২০০৩ সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কর্মচারী চিকিৎসা ও কল্যাণ তহবিল নীতিমালা-২০২৩ এর খসড়া তৈরি করেছে। নীতিমালাটি নিম্নরূপ:

অনুচ্ছেদ : ১ সংজ্ঞাসমূহ:

(ক) কর্মচারী চিকিৎসা ও কল্যাণ তহবিল আদেশ দ্বারা গঠিত তহবিল বুঝাবে,

(খ) চিকিৎসা ও কল্যাণ তহবিল কমিটি বলতে অত্র আদেশ দ্বারা কল্যাণ তহবিল পরিচালনার নিমিত্তে গঠিত কমিটি বুঝাবে,

(গ) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সকল দপ্তর ও দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীরা এর আওতাভুক্ত হবেন,

(ঘ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের 'পরিবার' বলতে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের উপর বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (কর্মচারী) চাকুরীবিধি-১৯৮২ এর ২ ধারার ১৮ উপধারায় উল্লিখিত নির্ভরশীলদের বুঝাবে।

(ঙ) ছাত্র-ছাত্রী বলতে স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মেধাবী সমন্মানদের বুঝাবে।

অনুচ্ছেদ : ২ এই নীতিমালা বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্মচারী চিকিৎসা ও কল্যাণ তহবিল নীতিমালা-২০২৩ নামে অভিহিত হবে।

অনুচ্ছেদ : ৩ উক্ত নীতিমালা বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং এর আওতাধীন স্ট্রাটেজিক বিজনেস ইউনিট (এসবিইউ) ও **specific Profit Centre (SPC)** এর সকল স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

অনুচ্ছেদ : ৪ তহবিলে অর্থ বরাদ্দ ও মঞ্জুরীকৃত অর্থ পরিশোধ সংক্রান্তঃ

(ক) এই তহবিলে শ্রম ও কল্যাণ পরিদপ্তরের চিকিৎসা খাত এবং কল্যাণ খাতে কেন্দ্রীয়ভাবে বোর্ডের অনুমোদিত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে সংস্থান করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় উপরিখাত হিসাব সেল (কোয়াক)/পিএন্ডসিও সহ অন্যান্য আহিদ/ আহিসেল-এ শ্রম ও কল্যাণ পরিদপ্তরের বাজেটের বিপরীতে নির্ধারিত অর্থের সংস্থান থাকবে। তবে বাজেট সংস্থান না থাকলে চিকিৎসা অনুদান প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

(খ) কল্যাণ তহবিল কমিটি/চেয়ারম্যান/বোর্ডের অনুমোদন/সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সাহায্যপ্রার্থী কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে চিকিৎসা অনুদান চেকের মাধ্যমে অর্থ সাহায্য প্রদান করা হবে। সকল আঞ্চলিক হিসাব দপ্তরসমূহ হতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে অনুদানের চেক প্রদান করবে।

(গ) চিকিৎসা অনুদান, শিক্ষাবৃত্তি, লাশ পরিবহন ও দাফন কাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মেয়ের বিবাহে অনুদান প্রদান সংক্রান্ত সেবার চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র সফটওয়্যারে থাকতে হবে, কমিটির সভা চলাকালে কাগজপত্র পরীক্ষান্তে অনুদান মঞ্জুর করবেন এবং চিকিৎসা ও কল্যাণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি ডাটাবেজে থাকতে হবে। **"Service Simplification Software"** তৈরি করে কার্যক্রম চালু করতে হবে। সকল অনুদান অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট আহিদ হতে অনুদানের অর্থ **Electronic Fund Transfer (EFT)** এর মাধ্যমে সেবা প্রার্থীর ব্যাংক হিসাবে সরাসরি প্রদান করা হবে।

অনুচ্ছেদ : ৫ কল্যাণ তহবিল হতে অনুদান প্রদানের জন্য যাচাই-বাছাই কমিটিঃ

(ক) বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্মচারী কল্যাণ তহবিল অনুদান প্রদানের জন্য প্রাথমিক যাচাই-বাছাই কমিটি নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে পরিচালিত হবেঃ-

(১) পরিচালক, শ্রম ও কল্যাণ পরিদপ্তর	:	কমিটির প্রধান
(২) প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা	:	সদস্য
(৩) উপ-পরিচালক-১, শ্রম ও কল্যাণ পরিদপ্তর	:	সদস্য
(৪) সিনিঃ (স্কেল) চিকিৎসা কর্মকর্তা	:	সদস্য
(৫) উপ-পরিচালক (কোয়াক)	:	সদস্য

পঠিত ও নিশ্চিত

(খ) উপরোক্ত কমিটি বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল দপ্তর হতে কল্যাণ তহবিলের সাহায্য পাওয়ার জন্য পেশকৃত আবেদনসমূহ যাচাই বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতঃ কেন্দ্রীয় কর্মচারী কল্যাণ তহবিল কমিটির সভায় উপস্থাপন করবে;

অনুচ্ছেদ : ৬ কল্যাণ তহবিল পরিচালনা:

ক। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্মচারী কল্যাণ তহবিল নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি দ্বারা পরিচালিত হবে:

(১) সদস্য, প্রশাসন	:	সভাপতি
(২) প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা	:	সদস্য
(৩) পরিচালক, অর্থ পরিদপ্তর	:	সদস্য
(৪) পরিচালক, শ্রম ও কল্যাণ পরিদপ্তর	:	সদস্য-সচিব

খ। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল দপ্তর হতে চিকিৎসা ও কল্যাণ তহবিলের আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারীর উপর নির্ভরশীলদের অনুদান/সহযোগিতা প্রাপ্তির আবেদনসমূহ সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক যাচাই বাছাই কমিটি কর্তৃক পরীক্ষান্তে কেন্দ্রীয় কল্যাণ তহবিল কমিটির সভায় উপস্থাপিত হবে। কেন্দ্রীয় কল্যাণ তহবিল কমিটি একক আবেদনের বিপরীতে সর্বোচ্চ ৪০,০০০/-(চল্লিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত অনুদান মঞ্জুরীর অনুমোদন প্রদান করতে পারবে। ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকার উর্দ্ধে অনুদান মঞ্জুরীর প্রয়োজন হলে উক্ত আবেদন/আবেদনসমূহ কেন্দ্রীয় কল্যাণ তহবিল কমিটির সুপারিশ সহকারে বোর্ডসভায় উপস্থাপন করতে হবে।

গ। কেন্দ্রীয় কল্যাণ তহবিল কমিটির অনুমোদনের প্রেক্ষিতে পরিচালক, শ্রম ও কল্যাণ পরিদপ্তর কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত পরিমাণ সাহায্য প্রদানের মঞ্জুরাদেশ জারী করবেন,

ঘ। কল্যাণ তহবিল হতে সাহায্য প্রাপ্তির আবেদনসমূহ নিস্পত্তিকল্পে কমিটি প্রয়োজন অনুযায়ী মাসে এক বা একাধিকবার সভায় মিলিত হবেন।

অনুচ্ছেদ : ৭ আবেদনের সাথে চিকিৎসা ব্যয়ের স্বপক্ষে বিভাগীয় চিকিৎসক/সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের প্রত্যয়নপত্র এবং ব্যবস্থাপত্র মোতাবেক ক্রয়কৃত ঔষধ/রক্ত ক্রয়/প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাবদ পরিশোধিত খরচের মূল রশিদ/ক্যাশমেমো সংযুক্ত করতে হবে। চিকিৎসা ব্যয়ের কোন অংশ দাপ্তরিকভাবে প্রদান করা হয়ে থাকলে তার সম্পর্কে দাপ্তরিকভাবে অফিস প্রধানের প্রত্যায়নপত্র থাকতে হবে। অন্যথায় কোন আবেদন বিবেচনা করা হবে না। কল্যাণ তহবিল হতে হাসপাতাল/ক্লিনিকের কেবিন/শয্যাচার্জ অনুদান প্রদানের জন্য বিবেচনা করা হবে না।

অনুচ্ছেদ : ৮ চিকিৎসা অনুদান প্রাপ্তির জন্য রোগীকে অবশ্যই হাসপাতাল/ক্লিনিকে ভর্তি হতে হবে। চিকিৎসা গ্রহণ শেষে হাসপাতাল/ক্লিনিক হতে ছাড়পত্র প্রাপ্তির তারিখ হতে অনুর্ধ্ব ৩ (তিন) মাসের মধ্যে সাহায্যের আবেদন পেশ করতে হবে। অন্যথায় আবেদন বিবেচনা করা হবে না।

অনুচ্ছেদ : ৯ সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা/কর্মচারীরা শুধুমাত্র ১ম ও ২য় সন্তানের ক্ষেত্রে আবেদন করতে পারবেন। ৩য় সন্তানের জন্য আবেদন বিবেচনা করা হবে না। কততম সন্তান উল্লেখপূর্বক দপ্তর প্রধানের প্রত্যয়নপত্র আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। বিউবোতে যোগদানের পূর্বেই ২ (দুই) সন্তানের জনক/জননী হয়ে থাকলে চাকুরীকালীন সময়ে অন্য কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার সিজারিয়ান/নরমাল ডেলিভারির জন্য অনুদান প্রাপ্তির আবেদন করতে পারবেন না।

অনুচ্ছেদ : ১০ কর্মকর্তা/কর্মচারীর ও রোগীর জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন, বিউবো'র পরিচয়পত্রের কপি, ইআরপি নম্বর এবং কর্মচারী ও রোগীর ১ (এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ১১ পিআরএল ভোগরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবেদনের সাথে পিআরএল এর দপ্তরাদেশ সংযুক্ত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ১২ বিদেশে চিকিৎসার ক্ষেত্রে আগাম এবং অনুদান প্রদান করা যাবে না। তবে কর্মরত অবস্থায় দূর্ঘটনার ক্ষেত্রে বোর্ড বিবেচনা করবেন। অবশ্যই বিউবো'র চিকিৎসকের পরামর্শপত্র থাকতে হবে এবং বহিঃ বাংলাদেশ ছুটির দপ্তরাদেশ আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ১৩ চিকিৎসা অনুদান প্রাপ্তির আবেদনের সাথে অবশ্যই রোগীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাগজপত্র (ফটোকপি) সংযুক্ত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ১৪ কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকলে উক্ত দপ্তরাদেশ আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ১৫ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পরিবার/নিজের ক্ষেত্রে একাধিক রোগীর জন্য অনুদান প্রাপ্তির আবেদনের ক্ষেত্রে **"বিল ফরম-৭"** এবং **"ছক ঘ"** আলাদা আলাদা পূরণ করতঃ একই ফরোয়ার্ডিং যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পরিচালক শ্রম ও কল্যাণ পরিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

পঠিত ও নিশ্চিত

অনুচ্ছেদ : ১৬ দাঁতের চিকিৎসার ক্ষেত্রে তহবিল হতে কোন অনুদান প্রদান করা হবে না। চোখের চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রকৃত খরচের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কমিটির সুপারিশ অনুদান প্রদানের জন্য বিবেচনা করা হবে।

অনুচ্ছেদ : ১৭ চাকুরীরত ও পিআরএল ভোগরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের লাশ পরিবহন ও দাফন-কাফনের ব্যয় নির্বাহের জন্য সর্বোচ্চ ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা মঞ্জুরী প্রদান করা হবে। সকল খরচের প্রতিটি রশিদ দপ্তর প্রধান কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে। কর্মকর্তা/কর্মচারী মৃত্যুবরণ করার ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে পরিচালক, শ্রম ও কল্যাণ পরিদপ্তর বরাবর আবেদন করতে হবে; অন্যাথায় আবেদন বিবেচনা করা হবে না।

অনুচ্ছেদ : ১৮ মেয়ের বিবাহের ব্যয় নির্বাহে শুধুমাত্র বোর্ডের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদেরকে সর্বোচ্চ ২৫,০০০/-(পঁচিশ হাজার) টাকা এককালীন সাহায্য করা হবে তবে এই সাহায্য কোন কর্মচারীকে শুধুমাত্র একজন মেয়ের বিবাহের ক্ষেত্রে প্রদানযোগ্য হবে। কর্মচারীদেরকে মেয়ের বিবাহের কাবিননামার ফটোকপিতে তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার সুপারিশসহ আবেদন দাখিল করতে হবে। বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে পরিচালক, শ্রম ও কল্যাণ বরাবর আবেদন করতে হবে। অন্যথায় আবেদন বিবেচনা করা হবে না।

অনুচ্ছেদ : ১৯ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর মেধাবী সমন্মানের লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদানের জন্য আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় (এককালীন থাকলে) ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের ক্ষেত্রে ৪,০০০/-(চার হাজার) টাকা মাত্র, এস. এস. সি/এইচ. এস. সি অথবা সমমান পরীক্ষায় A+ অর্জনকারীদের ক্ষেত্রে ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা মাত্র শিক্ষা অনুদান প্রদান করা হবে। এই ক্ষেত্রে দপ্তর প্রধানের সুপারিশসহ আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের প্রত্যায়নপত্র, ছাত্র/ছাত্রীর পাসপোর্ট সাইজের ১ কপি রঙ্গীন ছবি ও মার্কশিটসহ (সত্যায়িত) প্রেরণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশ হইবার পরবর্তী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে পরিচালক, শ্রম ও কল্যাণ বরাবর আবেদন করতে হবে। অন্যাথায় আবেদন বিবেচনা করা হবে না।

অনুচ্ছেদ : ২০ (ক) যেখানে বোর্ডের চিকিৎসক রয়েছে সেখানে বাইরের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অধীনে চিকিৎসা গ্রহণ বা ক্লিনিক/হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা গ্রহণের পূর্বে বিভাগীয় ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। এই পরামর্শপত্র আবেদন পত্রের সাথে দাখিল করতে হবে। তবে জরুরি অসুস্থতার ক্ষেত্রে বিভাগীয় চিকিৎসকের পরামর্শ সাপেক্ষে চিকিৎসা অনুদান বিবেচনা করা হবে।
(খ) বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সকল অনুদানের আবেদন (আবাসিক প্রকৌশলী/নির্বাহী প্রকৌশলী/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/প্রকল্প পরিচালক/প্রধান প্রকৌশলী এবং সকল ক্যাডারের পরিচালকগণ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পরিচালক, শ্রম ও কল্যাণ পরিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ২১ একই অর্থ বৎসরে ২ (দুই) বারের বেশি কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অথবা নির্ভরশীল সদস্যকে কর্মচারী কল্যাণ তহবিল হতে সাহায্য প্রদান করা হবে না।

অনুচ্ছেদ : ২২ চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রতিটি আবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কমিটির সদস্য-সচিব (পরিচালক, শ্রম ও কল্যাণ) এর নিকট পেশ করতে হবে। সদস্য-সচিব আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই কমিটির সভায় পেশ করার পূর্বে প্রতিটি আবেদনের উপর বোর্ডের প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তার মতামত সংগ্রহ করবেন।

অনুচ্ছেদ : ২৩ কেবলমাত্র কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিজের ক্ষেত্রে হৃদরোগ, ক্যান্সার, কিডনী, যকৃত, মারাত্মক জন্ডিস, মারাত্মক বৈদ্যুতিক/সড়কসহ অন্যান্য দুর্ঘটনাসহ প্রভৃতি রোগের মতো জটিল ও দূরোরোগ্য রোগের ব্যয়বহুল চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য চিকিৎসা কর্মকর্তার সুপারিশের ভিত্তিতে সাহায্য হিসাবে আগাম অনুদান মঞ্জুরীর ক্ষমতা বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় সংরক্ষণ **করেন**। মঞ্জুরীকৃত আগাম পরবর্তীতে কল্যাণ তহবিল কমিটি/বোর্ড সভায় অনুমোদনের পর তা সমন্বয় করা হবে।

অনুচ্ছেদ : ২৪ কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর আবেদনে কোন সমস্যা থাকলে তা শ্রম ও কল্যাণ পরিদপ্তর হতে পত্রের মাধ্যমে ঐ কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অবহিত করা হবে এবং পত্র প্রাপ্তির পর পত্রের জবাব যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ১(এক) মাসের মধ্যে পরিচালক শ্রম ও কল্যাণ পরিদপ্তর বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ২৫ বিউবো'র কল্যাণ তহবিল কমিটি হতে সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা/কর্মচারীর পরিবারের সদস্যদের তুলনায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

অনুচ্ছেদ : ২৬ সন্তান প্রসবকালীন **"সিজারিয়ান অপারেশনে"** সাহায্য প্রদানের বেলায় কর্মকর্তা/কর্মচারীর স্ত্রীর তুলনায় মহিলা কর্মচারীর নিজের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

অনুচ্ছেদ : ২৭ কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিজ/নির্ভরশীলদের কসমেটিক সার্জারী, চোখের লেসিক অপারেশন ও সৌন্দর্যবর্ধনের উদ্দেশ্যে যে কোন ধরনের চিকিৎসা অনুদান প্রদান বিবেচনা করা হবে না।

পঠিত ও নিশ্চিত

অনুচ্ছেদ : ২৮ কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় আহত কর্মকর্তা/কর্মচারীরা বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (কর্মচারী) চাকুরীবিধি-১৯৮২ এর ৭৪ ধারা অনুযায়ী চিকিৎসা প্রতিপূরণ প্রাপ্য হবেন। কর্মরত অবস্থায় কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী দুর্ঘটনায় পতিত হলে স্মারক নংঃ ৩৬৪ বিউবো (সচি) বোর্ড/বোসন-৮৩/৭৭; তারিখ: ১৪-০১-১৯৮৩ মোতাবেক নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে। উক্ত কমিটির তদন্তের মাধ্যমে দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান এবং দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে প্রদত্ত তদন্ত প্রতিবেদন চিকিৎসা ব্যয় প্রতিপূরণের জন্য আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

বিবরণ	কমিটির পদবী
সংশ্লিষ্ট অফিসের প্রধান (সর্বনিম্ন নির্বাহী প্রকৌশলী পদ মর্যাদার)	আহবায়ক
সংশ্লিষ্ট অফিসের ০১ জন সহকারী প্রকৌশলী (অফিস প্রধান কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
সংশ্লিষ্ট এলাকার সহকারী পরিচালক (নিরাপত্তা) নিরাপত্তা ও অনুসন্ধান/নিরাপত্তা কর্মকর্তা	সদস্য
সংশ্লিষ্ট এলাকার সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) শ্রম ও কল্যাণ/শ্রম কল্যাণ কর্মকর্তা	সদস্য

অনুচ্ছেদ : ২৯ কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত তথ্যের আলোকে উপরোক্ত কমিটি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করবেন:

১) দুর্ঘটনার তারিখ:
২) দুর্ঘটনার স্থানের বিবরণ:
৩) দুর্ঘটনা সম্পর্কে প্রেরিত প্রাথমিক প্রতিবেদনের কপি:
৪) দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তির পূর্ণ বিবরণ:
(ক) নামঃ (খ) বয়সঃ
(গ) পদবীঃ (ঘ) দপ্তরের নামঃ
৫) তদন্ত কমিটি গঠনের দপ্তরাদেশের কপি,
৬) দুর্ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ:
৭) দুর্ঘটনা কবলিত কর্মকর্তা/কর্মচারী যার আদেশে দায়িত্ব পালন করতে গিয়েছিলেন তার দাপ্তরিক পরিচয় ও বক্তব্য:
৮) কর্তব্যস্থানে উপস্থিত অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীর জবানবন্দী:
৯) দুর্ঘটনা কবলিত কর্মচারী বর্ণিত দায়িত্ব পালনে যথাযথ ব্যক্তি ছিলেন কিনা:
১০) কর্তব্যরত অবস্থায়ই দুর্ঘটনা ঘটেছিল কিনা:
১১) কর্তব্যরত ব্যক্তি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা (Safety equipment) গ্রহণ করে ছিলেন কিনা (বিস্তারিত আকারে):
১২) দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং তার জন্য দায়ী ব্যক্তিকে চিহ্নিতকরা:
১৩) ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্পর্কে কমিটির সুস্পষ্ট মতামত:
১৪) দুর্ঘটনা কবলিত কর্মচারীর আয় ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে থাকলে তার স্বপক্ষে ডাক্তার (Registered Medical Officer) এর প্রত্যয়ন পত্র।
১৫) দুর্ঘটনা কবলিত কর্মচারী মৃত্যুমুখে পতিত হলে তার আইনানুগ উত্তরাধীকারীদের বৈধ তালিকা:
১৬) নির্ধারিত সময়সীমা অর্থাৎ ৬ (ছয়) সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত কাজ সমাধান না করা হয়ে থাকলে তার কারণ:

অনুচ্ছেদ : ৩০ কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনা কবলিত বোর্ডের কর্মচারীদের চিকিৎসা অনুদানের কেইসসমূহ নিস্পত্তি বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের কমিটিঃ

কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনা কবলিত বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চিকিৎসা খরচ অনুদান কেইসসমূহ নিস্পত্তির বিষয়ে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি সুপারিশ প্রদান করবেনঃ-

১) পরিচালক, শ্রম ও কল্যাণ পরিদপ্তর : আহবায়ক
২) অতিরিক্ত পরিচালক, হিসাব পরিদপ্তর : সদস্য
৩) উর্ধ্বতন চিকিৎসা কর্মকর্তা, প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তার দপ্তর: সদস্য
৪) উপ-পরিচালক, অডিট পরিদপ্তর : সদস্য
৫) উপ-পরিচালক-৩, কর্মচারী পরিদপ্তর : সদস্য
৬) চিকিৎসা কর্মকর্তা, প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তার দপ্তর : সদস্য

কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনা কবলিত বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চিকিৎসা অনুদানের কেইসসমূহ নিস্পত্তির বিষয়ে কমিটি সুপারিশ প্রদানের পর বোর্ডে উত্থাপন করতে হবে। বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিচালক, শ্রম ও কল্যাণ পরিদপ্তর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

পঠিত ও নিশ্চিত

চিকিৎসা অনুদানের আবেদন নিম্নোক্ত বিল ফরম-৭ এবং ছক-ঘ এর মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে:

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
চিকিৎসা প্রতিপূরণ ''বিল ফরম-৭''
(প্রত্যেক রোগীর জন্য পৃথক বিল পেশ করতে হবে)

১। অফিসের নামঃ
২। কর্মকর্তা/কর্মচারীর নামঃ পদবীঃ
৩। রোগীর নামঃ সম্পর্কঃ
৪। ইআরপি নম্বরঃ-
৫। মোবাইল নঃ-
৬। ইমেইলঃ-

ক্রমিক নং	ভাউচার নং	তারিখ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪
১.			
২.			
৩.			
		মোট=	
		কথায়ঃ-	

এতদ্বারা প্রত্যায়িত করা যাচ্ছে যে, আমার নিজ/স্বামী/স্ত্রী/মেয়ে/পিতা/মাতা আমার সাথে বসবাস করে এবং সম্পূর্ণরূপে আমরা উপর নির্ভরশীল।

কর্মকর্তা/কর্মচারীর স্বাক্ষরঃ.....
তারিখঃ .....

এতদ্বারা প্রত্যায়িত করা যাচ্ছে যে, উপরে বর্ণিত ভাউচারে অর্ন্তভুক্ত ঔষধ/ভেষজ ইত্যাদি, যার মূল্য কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিজ/স্ত্রী/পুত্র/কন্যা/পিতা/মাতার আরোগ্য এবং শারীরিক অবনতি রোধের জন্য আমার দ্বারা ব্যবস্থিত হইয়েছিল এবং প্যাথলজিক্যাল ও রেডিওলজিক্যাল/চিকিৎসকের পরিদর্শন ও ইনজেকশন প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় বিল।

নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ.....
তারিখঃ .....

অনুমোদিত চিকিৎসকের স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ.....
তারিখঃ .....

কল্যাণ তহবিল হতে অনুদান প্রাপ্তির আবেদন (নমুনা ছক 'ঘ')

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও দপ্তর	অনুদান প্রার্থনার কারণ	ইতোপূর্বে অনুদান পেয়ে থাকলে তার বিবরণ (দপ্তরাদেশ নং ও তারিখ)	নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার সুপারিশ
১	২	৩	৪	৫

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ **নিয়ন্ত্রনকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও তারিখ**

উক্ত নীতিমালার খসড়া অনুমোদনের বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য বিষয়টি বোর্ডসভায় উপস্থাপন করা হয়।

২২.৩। আলোচনা:
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কেন্দ্রীয় কর্মচারী কল্যাণ তহবিল নীতিমালা-২০০৩ সংযোজন ও বিয়োজন এর মাধ্যমে বাস্তবমুখী এবং সময়পোযোগী করে কেন্দ্রীয় কর্মচারী চিকিৎসা ও কল্যাণ তহবিল নীতিমালা-২০২৩ এর খসড়া নিয়ে বোর্ডে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনার পর বোর্ডের সকল সদস্য ও চেয়ারম্যান নীতিমালাটি অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

২২.৪। সিদ্ধান্ত:
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কেন্দ্রীয় কর্মচারী চিকিৎসা ও কল্যাণ তহবিল নীতিমালা-২০২৩ এর খসড়া অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

পরিচালক, শ্রম ও কল্যাণ পরিদপ্তর, বিউবো, ঢাকা এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

পঠিত ও নিশ্চিত